উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৬
সংখ্যা ১
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭

ঘাসফুল বার্তা

ক্ষুদ্রঋণ মেলা ২০০৭ এর সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গৃহায়ন খাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী জোরদার করতে হবে

বর্ণিল সাজের বহিরাঙ্গন, বিস্তৃত পরিসরে দৃষ্টিনন্দন ষ্টলের উপস্থাপনা ব্যাপক মানুষের পদচারনায় মেলা প্রাঙ্গনকে করেছে প্রাণময়। ক্ষুদ্র ঋন মেলা ২০০৭ বাংলাদেশ পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)এর আয়োজনে গত ৫মার্চ হতে ৮মার্চ পর্যন্ত রাজধানী ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থাসহ ৮২টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। প্রায় ১৩১টি ষ্টলে সামাজিক উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ঋন বিষয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রকাশনা, আলোকচিত্র, লাইভ ডিসপ্লে ও সংস্থা সমূহের তথ্য ভিত্তিক পরিসংখ্যান প্রদর্শনের পাশাপাশি সারাদেশের গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শন, তাৎক্ষণিক উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করার লক্ষ্যে সারা বাংলাদেশে প্রায় এক হাজারেরও অধিক স্বনামধন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী এনজিও কাজ করছে। এ দেশে বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণের বাজার প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। এসব এনজিও উপকারভোগীদের পুঁজি ছাড়াও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আধুনিক কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহিতারা তাদের সনাতনি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সংমিশ্রন ঘটিয়ে তাদের পণ্য উৎপাদনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গত ৫ই মার্চ ক্ষুদ্রঋণ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ। আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোশারফ হোসেন খাঁন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পারভীন মাহমুদ ও মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ড.এম এ হাকিম এবং উন্নয়ন সংস্থা সমূহের নির্বাহী প্রধান, বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ, সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি ও উন্নয়ন কর্মীগণ। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান বলেন স্থানীয়

৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ এবং মেলার ৩য় দিনে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বক্তব্য রাখছেন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের বর্ণিল ডিস-প্লেতে ঘাসফুলের কৃতিত্ব

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০০৭ তারিখ জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত চট্টগ্রাম ষ্টেডিয়ামে শিশু - কিশোর ও যুব সমাবেশ, মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, জনাব আল – নূরী ফয়জুর রেজা, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এবং বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে ৮০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। মনোরম ডিসপ্লের ছোট শাখায় অংশগ্রহণ করে ঘাসফুল তৃতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করে। এ অনুষ্ঠানের মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লে এর দুটি শাখায় (ছোট ও বড় গ্রুপ) মোট নয়টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম । ঘাসফুলের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে এন.এফ.পি.ই. শিক্ষার্থী পারভীন আক্তার। এতে ঘাসফুল এন.এফ.পি.ই. স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ,

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে কুচকাওয়াজ ও ডিস-প্লেতে ঘাসফুলের অংশগ্রহণকারী।

শিশুদের মাদক গ্রহণের অবস্থা যাচাই বিষয়ক পর্যালোচনা সভা

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) এর উদ্যোগে এবং টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস এর সহযোগিতায় বাস্তবায়নকৃত প্রমোশন অব ইউএনসিআরসি ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কার্যক্রম ঢাকার শিশুদের নিয়ে পরিচালিত গবেষণার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের উপর ১২ মার্চ ২০০৭ ইং তারিখে ঘাসফুল এর আয়োজনে শিশুদের মাদক গ্রহণের অবস্থা যাচাই বিষয়ক পর্যালোচনা সভা চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সম্মানিত আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত পরিচালক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম, জেসমিন সুলতানা পারু, নির্বাহী পরিচালক ইলমা, উত্তরা দেব চৌধুরী, এডভোকেট, জজ কোর্ট, চট্টগ্রাম এবং আফতাবুর রহমান জাফরী, নির্বাহী পরিচালক ঘাসফুল। সভার শুরুতে ঘাসফুল প্রতিনিধি বুসরা তাবাসসুম এ বিষয়ে ঢাকায় শিশুদের মাদক সেবনের অবস্থার উপর করা জরিপের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। এরপর সভার সঞ্চালক দৈনিক ভোরের কাগজ এর ব্যুরো চীফ ওমর কায়সার মুক্ত আলোচনার জন্য আহবান জানান।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী বক্তব্য রাখছেন

নওগাঁয় ঘাসফুল এর ঋণ বিতরণ শুরু

দেশের শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির সার্বিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাসফুল বিগত তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ও সুশাসন, স্যানিটেশন কার্যক্রমের পাশাপাশি এসব মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার নিমিত্তে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারী'০৭ নওগাঁ জেলার নেয়ামতপুর শাখায় প্রথম ঋণ বিতরণ করা হয়। উক্ত ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে ঘাসফুল সংশ্লিষ্ট এলাকার ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঘাসফুল নেয়ামতপুর উপজেলা শাখার ২নং সমিতির সদস্য মোছাম্মৎ মনোয়ারা বেগমের হাতে ক্ষুদ্রঋণের ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন।

উপকারভোগীকে ঋণ প্রদান করছেন ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক

হরিজন সম্প্রদায়ের কিশোরীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ

সুবিধা বঞ্চিত কিশোর কিশোরীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি ঘাসফুল দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ফেব্রুয়ারী মাস হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নগরীর সেবক হরিজন সম্প্রদায়ের কন্যা সন্তানদের জন্য পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীতে পরিচালিত তিন মাসব্যাপি প্রশিক্ষণে মোট ২০ জন কিশোরীকে সেলাই ও কাটিং এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এতে ঘাসফুল এর সেলিনা বেগম সেলাই প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। দক্ষতা বৃদ্ধি জন্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী এই কিশোরীদের পরবর্তীতে ব্লক, বাটিক ও বুটিকস এর অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়তা করা হবে যাতে তারা নিজের ও পরিবারে উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশিক্ষকসহ কাটিং প্রশিক্ষণরত কিশোরীরা

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উদযাপন

যক্ষ্মা সবখানে, প্রতিরোধ একসাথে-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২৪ মার্চ ২০০৭ বিশ্ব যক্ষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা উদযাপন কমিটির উদ্যোগে এক **বর্ণাঢ্য পদযাত্রা** সিভিল সার্জন কার্যালয় হতে শুরু হয়ে প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এরপর চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব সভাকক্ষে দিবসকে কেন্দ্র করে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, স্বাস্থ্য কর্মী, মানবাধিকার কর্মী এবং সাধারন মানুষ অংশগ্রহণ করে। এখানে ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে ধাত্রী ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে বিশ্ব যক্ষা দিবস উপলক্ষে স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

প্রথম AYAD প্রতিনিধির মেয়াদ সম্পন্ন

গত ২ মার্চ ২০০৭ তারিখ Australian Youth Ambassador Development (AYAD) সদস্য ও সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার Lucinda Garrido এর কার্যক্রমের মেয়াদ সম্পন্ন হয়। এ উপলক্ষে সংস্থা কার্যালয়ে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। ঘাসফুল কার্যালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন Lucinda Garrido, নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, সকল বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। উল্লেখ্য যে Lucinda Garrido এপ্রিল ৪, ২০০৬ ইং তারিখ হতে সংস্থার ইম্প্যাক্ট এসিসমেন্ট, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম ডেভলাপ এবং এ বিষয়ে ট্রেনিং পরিচালনার কাজ করেন। সংবর্ধনা সভায় ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক Lucinda এর উপর অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে পালন করায় তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে AYAD এর সাথে ঘাসফুলের এ ধারার কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

নির্বাহী পরিচালক, Lucinda Garrido ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

ট্রেনিং ও ওর্য়াকসপ

* শিক্ষা বিভাগের জুনিয়ার অফিসার তাসলিমা আক্তার গত ২৭ - ৩১ জানুয়ারী ২০০৭ ইং তারিখ **STI / AIDS Network of Bangladesh** এর আয়োজনে ইপসা ট্রেনিং সেন্টার,চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত **Capacity Building Training to mid level manager of member organization** এ অংশগ্রহণ করেন ।

* শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা **Training on Partnership Brokering** শিরোনামে গত ১১-১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইং তারিখ **CARE Bangladesh** এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম

চিকিৎসাসেবা ঃ প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ গত তিন মাসে ১৬টি স্থায়ী ক্লিনিক এবং ৩৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ১৩৭২ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। তার মধ্যে ১৯৫ জন শিশু।

টিকাদান কর্মসূচী ঃ (ই,পি,আই)ঃ মহিলা টিটি টিকার গ্রহণ করে ২৭২ জন এবং শিশু টিকা গ্রহিতার সংখ্যা ৪৪২ জন।

পরিবার পরিকল্পনা ঃ মোট পরিবার পরিকল্পনা গ্রহিতার সংখ্যা ১৪২৩ জন। তন্মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১২০০ জন এবং পুরুষের সংখ্যা ২২৩ জন ও ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি গ্রহিতার সংখ্যা আই,ইউ ডি ১০ জন।

নিরাপদ প্রসব সেবা ঃ নিরাপদ প্রসবের সংখ্যা ১৬৯ জন, তন্মধ্যে ছেলে ৯০ জন এবং মেয়ে ৭৯ জন।

গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা ঃ মোট ৩৩টি গার্মেন্টসের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। এতে মোট রোগীর সংখ্যা ৭৪৯১ জন। তন্মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ১৬৭০ জন এবং মহিলা রোগীর সংখ্যা ৫৮২১জন।

ত্রৈমাসিক ধাত্রী কর্মশালা

গত ২৯ শে মার্চ ২০০৭ তারিখে প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ত্রৈমাসিক ধাত্রী কর্মশালা সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিগত তিন মাসের (**জানুয়ারী - মার্চ -২০০৭**) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করণ, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্ন, প্রসবকালীন জটিলতা ও করণীয় সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়। প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার ও কর্মকর্তারা ছাড়াও কমিউনিটির বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত মোট ১৫ জন ধাত্রী এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় পরের তিন মাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এক নজরে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের ২৫ টি ব্রাঞ্চ এবং ১৪৯১ টি সমিতির মাধ্যমে গত তিন মাসে (জানুয়ারী মার্চ) পর্যন্ত কার্যক্রম প্রতিবেদন অনুসারে মার্চ মাস শেষে মোট সদস্য সংখ্যা হলো ২৬,৬৫৫ জন। যাদের সঞ্চয়ের জের হচ্ছে ১০,৬৮,৬৭,২২৮ টাকা। এই সদস্যদের মধ্যে গত তিন মাসে ঋণ বিতরণ করা হয় ৭,৮৮,৪৩,০০০ টাকা এবং মাঠে স্থিতি আছে মোট ১৯,০১৩ জন সদস্যের কাছে ১৪,৯৩,১৮,৭৭৭ টাকা।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৬, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭

সম্পাদকীয়

নারী ও উন্নয়ন

নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনকারীদের আর ক্ষমা নেই- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারের ৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস বিশ্বব্যপী উদযাপন করা হয়। দিবসটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে বিশ্ব মানবতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ এনে দেয়। এবারের ৮ মার্চ ৯৭তম নারী দিবস হলেও সত্যিকার অর্থে এতো দীর্ঘসময়ে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। সহিংসতা ক্রমাগত ভাবে বেড়েই চলছে, এটা নারীর জীবন, পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য নীতিবাচক, জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়। সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশে দেশে পুরানো আইন ও বিধি-বিধান সংস্কার হচ্ছে, এদেশেও সংবিধান ও মানবাধিকার পরিপন্থী আইন সমূহ যুগোপযোগী করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও প্রচলিত প্রক্রিয়ার কারণে আশাতিত ফল আসছে না। এ লক্ষ্যে পৌছতে হলে সর্বস্তরের নারীদের জন্য ন্যায় বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়া আরো সহজ ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা জরুরী। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে বিভিন্ন পরিসর থেকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে পরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার। দরিদ্র ও অসচেতনতার কারণে বিশ্বে যে ১০০ কোটি শিশু এখনও স্কুলে যায় না, মৌলিক শিক্ষা বঞ্চিত, এদের বেশীর ভাগই মেয়ে শিশু, যে কোটি কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এখনও পড়তে পারে না, তাদের অধিকাংশই নারী। তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত করে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে হবে। সেই সাথে উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের জন্য লিঙ্গ-সমতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র ও রাষ্ট্রে নারীরা যে শারীরিক, যৌন ও মানসিক নির্যাতনের শিকার এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি প্রয়োজন। এ থেকে উত্তরনের জন্য প্রয়োজন মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নারী পুরুষের সম্মিলিত ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ। সচ্ছল-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর, দক্ষ-অদক্ষ এখানে কোন বিষয় নয়, বেশীর ভাগ নারীর অবস্থাই করুন। দারিদ্র বিমোচন কিংবা জাতীয় অগ্রগতি যা বলিনা কেন মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারীকে দমিয়ে রেখে, উন্নয়নের স্রোতধারায় একিভূত না করে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়া অসম্ভব।

নি ব ন্ধ

তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্য সেবা

স্বাস্থ্য বলতে বুঝি নিরোগ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্য হচ্ছে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণেব এক পরিপূর্ণ অবস্থা। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এ প্রবাদ বাক্যটি চিরকালীন, চির উদ্দীপ্ত। স্বাস্থ্যবান জাতিই দেশকে উন্নয়নের শীর্ষে নিতে পারে, এরাই হয় সুশৃঙ্খল এবং অবশ্যই সচেতন। স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য একটি বড় অন্তরায়, আবার স্বাস্থ্যহীনতা বা ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে দারিদ্র্যতার মাত্রা আরো বাড়ে। সুস্বাস্থ্য মানুষের অন্যতম চাহিদা, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ লাভ মানুষের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার দিক গুলি হলো শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা, সংক্রামক ব্যাধিকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে বেসরকারী খাতকে কাজে লাগানোর যে পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে এরই অংশ হিসাবে ঘাসফুল দীর্ঘ দিন ধরে শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা ও সংক্রামক ব্যাধি নিরাময়ের লক্ষে কমিউনিটিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millennium Development Goal এ বিশ্বের মৌলিক উন্নয়ন কল্পে ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করার জন্য আটটি লক্ষ্য ও কর্মসূচী প্রনয়ন করে। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। MDG এর আটটি লক্ষ্য ও কর্মসূচী সমূহের মধ্যে- শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করা এ তিনটিই হলো স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। এ দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা। বর্তমানে বহুল প্রচারের কারণে শিশু টিকার বিষয়ে সবাই সচেতন। কিন্তু এক- দুই দশক আগেও তা ছিলো অকল্পনীয়। ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশে প্রতিটি মানুষই কমবেশী নানাবিধ রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত, বিশেষ করে নারী ও শিশু, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই নিজের রোগের কারণ ও উপসর্গ সম্পর্কে অবগত নয়। নিরক্ষর, অসচেতনতার কারণে রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ দেখেও বুঝতে পারে না এসময় তাদের করণীয় কি।

বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহের একটি হচ্ছে ১৫ ধারা-ক, এতে জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ সমূহের অন্যতম চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। সরকার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করেছে। যেমন- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল, কিশোর কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য কৌশল ইত্যাদি। এ সব নীতি ও কৌশলের আলোকে বর্তমান সময়ে প্রতিটি নাগরিকের নুন্যতম স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। মূলত সরকারের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষে সরকারী কার্যক্রমের পাশাপাশি চট্টগ্রাম শহর ও গ্রামে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠি এবং গার্মেন্টসের বিভিন্ন বয়সী হাজার হাজার কর্মীর জন্য ঘাসফুল জন্মলগ্ন থেকে বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশের রপ্তানীমূখী গার্মেন্টস সেক্টর প্রায় দুই দশকের বেশী সময় ধরে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলছে। এই খাত বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে, যার বিশাল একটা অংশ হলো দরিদ্র পরিবার থেকে আসা গ্রামীণ নারী। প্রতি বছরের ন্যায় ২০০৬ সালের ঘাসফুল এর স্বাস্থ্য সেবার পরিসংখ্যান দেখে বলা যায় ক্ষুদ্র পরিসর হলেও এ সেবার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে Compliance ভুক্ত ৩৩ টি গার্মেন্টস এর ২৫,৮৭৩ জন কর্মীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। এর মধ্যে মহিলা রোগী ২০,১৭১ জন এবং পুরুষ রোগী ৫,৭০২ জন। এ সেবার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাকে অক্ষুন্ন রাখার পাশাপাশি পরিবারেও এর প্রভাব রাখছে। আয়-উপার্জনকারী দরিদ্র গার্মেন্টস কর্মীর জীবনের সাথে পরিবারের জীবন জীবিকা জড়িত, সেই সাথে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য গার্মেন্টসে তাদের শ্রমও সমধিক গুরুত্ববহ। এই প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে প্রকারান্তরে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জনে উলেখযোগ্য গতিময়তা প্রদান করছে। এছাড়া বিভিন্ন ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম যেমন-মাতৃদুগ্ধ দিবস, এইচআইভি এইডস, স্বাস্থ্য দিবস, যক্ষা দিবস, মা দিবস, কুষ্ঠ দিবস প্রভৃতি উদযাপন ও রোগ নিরাময়ের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের আওতায় সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই), নিরাপদ প্রসব সেবা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, স্থায়ী ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মধ্যে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়। শিশু জন্মের ৪২ দিন পূর্ণ হলেই বিসিজি, ডিপিটি, হেপাটাইটিজ বি, ওপিভি, হাম, ভিটামিন-এ প্রভৃতি টিকা দেয়া হয়। এক বৎসরের মধ্যে এই সব টিকা দেওয়া শেষ করতে হয়। আবার ১০ মাস বা ২৭০ দিন পূর্ণ হলেই হামের টিকা দিতে হবে। প্রথম শ্রেণীতে পড়াকালীন টিডি-১ ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে টিডি-২ টিকা দেওয়া হয়। সময়মত এই টিকাগুলি দেওয়ার মাধ্যমে শিশু সাতটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ হতে রক্ষা পায়। এই টিকা না দিলে শিশু যক্ষা, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকর, হেপাটাইটিজ বি এবং হাম রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ বছর সর্বমোট ২৪৫৮ জন শিশুকে ইপিআই এর আওতায় টিকাদান করা হয়। আবার ইপিআই এর অর্ন্তভুক্ত মহিলা টিটি টিকাদান কর্মসূচীর

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বেলাতুন্নেছা - বুসরা তাবাসসুম রাতুল

বেলাতুন্নেছার শিশুকাল কেটেছে চট্টগ্রাম শহরের ধনিয়ালা পাড়ায়। বাবা আলাউদ্দিন নির্দিষ্ট কোন কাজ করত না ফলে সংসারে অভাব লেগেই ছিলো। দারিদ্রতার কারণে দ্বিতীয় শ্রেণীর পর আর পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি। এ ভাবে চলতে থাকা বেলাতুন্নেছার ১৩ বছরের জীবনে আসে বিয়ে নামক বন্ধনের। বিয়ের পর স্বামীর সামান্য আয়ে তাদের সংসার ভালই চলছিল কিন্তু বিরাট সংসার একে একে সাত সন্তানের জন্ম ও তাদের খাওয়া পড়ার খরচ জোগাড় করতে গিয়েই বিপদে পড়ে বেলাতুন্নেছা ও তার স্বামী আবদুর রউফ। বেলাতুন্নেছা যেন তারই শৈশবের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় নিজের সংসারে। সাত সন্তানের জননী বেলাতুন্নেছা যখন স্বামীর সামান্য আয়ের টাকায় সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছিল, তখন স্বামীকে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করা এবং সংসারের স্বচ্ছলতার আশায় ১৯৯৪ সালে প্রতিবেশীর কাছ হতে চড়া সুদে অর্থ ধার নিয়ে ঘরে বসে আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বামী ওয়ার্কসপে চাকুরীর পাশাপাশি নিজের ব্যবসাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কঠোর শ্রম দিতে থাকে, কিন্তু চাকুরীর পাশাপাশি ব্যবসায় পুরা সময় দেওয়া সম্ভব হতো না তাই স্বামীর কাছ হতে টেকনিক্যাল হ্যান্ডের কিছু কিছু কাজ শিখে তার সাথে কাজ শুরু করেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও অবসরে সাহায্য করতে থাকে মা ও বাবাকে। কিন্তু চড়া সুদ টানতে গিয়ে লাভ হওয়াতো দূরের কথা ক্ষতির মুখে পড়ে বেলাতুন্নেছার ব্যবসা। পাওনাদাররা টাকা পরিশোধের তাগাদা দিতে থাকে, আর সংসারে অভাব দেখা দেয় আরও প্রকট ভাবে। এসময় ঘাসফুল সমিতির সদস্য প্রতিবেশী সুফিয়া পরামর্শ দেয় সমিতির সদস্য হয়ে ঋণ নিয়ে মূলধনের ব্যবস্থা করতে। তার সেই পরামর্শ শুনে স্বামীর সাথে আলোচনা করে ১৯৯৮ সালে ৫৬ নং সমিতির সদস্য হন। কিছুদিন পরেই প্রথম বারের মত ঋণ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) নেন আর সেই টাকায় কিনে ওয়ার্কসপের প্রথম মেশিন। সেই মেশিন

ওয়ার্কসপে বেলাতুন্নেছা তার স্বামী ও সন্তানরা

ব্যবসাকে প্রসারিত করতে সহযোগিতা করেছে। প্রথমে কোন পুঁজি না থাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে অগ্রিম টাকা নিয়ে হেজাক লাইট তৈরী করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় দফার ১০,০০০/- টাকা পুঁজি করে লাইট তৈরী শুরু করেন। ফলে মুনাফাও হয় অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশী। আর সেই মুনাফার টাকায় কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি পূর্বের ঋণও শোধ করা শুরু করেন। তৃতীয় দফায় ১৫,০০০/- টাকায় কাঁচামাল ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য জিনিষপত্র কিনেন। চতুর্থ ও পঞ্চম দফায় ৫০,০০০/- টাকায় আরও একটা নতুন মেশিন ক্রয় করেন সেই সাথে ব্যবসার লাইসেন্স করে নিজের ঘর হতে ব্যবসাকে আলাদা করে ভাড়া নিয়ে নতুন স্থানে স্থানান্তরিত করার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে বেলাতুন্নেছা ওয়ার্কসপ। ষষ্ঠ ও সপ্তম দফার টাকায় অনেকাংশেই পরিপূর্ণতা পায় এ ওয়ার্কসপ। মূলধন না হলে আমাদের যে কি হতো ভাবলেই শিউরে উঠি, বর্তমানে সুখী বেলাতুন্নেছা বলেন প্রথম পর্যায়ে হেজাক লাইট তৈরী করলেও এখন আমার এই ওয়ার্কসপে সিএনজি ও রেললাইনের পার্টস, সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর চেইন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ সহ প্রায় ৫০ ধরনের ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন হয়। আর এই ওয়ার্কসপে আমার স্বামী ও সন্তান সহ মোট ৬ জন দক্ষ কর্মী কাজ করছে। বর্তমানে আমার মূলধনের পরিমান ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা। কর্মচারীর বেতন, ওয়ার্কসপের ভাড়া, কিস্তি পরিশোধ ও অন্যান্য খাতে খরচ করার পরও মাসে ১০,০০০/- টাকা লাভ হয়। অথচ একদিন এই মূলধনের অভাবেই আমার এই ব্যবসা, উৎপাদন বন্ধ হতে বসেছিলো। ঘাসফুলে আমার জমা আছে ২০,০০০/- টাকা, এছাড়া ব্যাংকে জমা প্রায় ৫০,০০০/- টাকা। এখন আমি যে একটা স্বচ্ছল সংসারে বাস করছি তা সম্ভব হয়েছে নিজের ও পরিবারের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং ঘাসফুল থেকে ঋণ প্রাপ্তির কারণে। এভাবে যদি সহযোগিতা পায় তবে অদূর ভবিষ্যতে নিজের জায়গায় আরও বড় আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো এই বেলাতুন্নেছা ওয়ার্কসপ, যেখানে কাজ করবে অনেক কর্মী আর আমার এই ওয়ার্কসপ পরিচিতি পাবে সারা দেশে।

এডোলেসেন্ট সেন্টারের সহায়কদের সেলাই প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল পরিচালিত এডোলেসেন্ট সেন্টার এর কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি কারিগরী প্রশিক্ষন প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির পর আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনায় পাঁচটি সেন্টারের মোট ১২৫ জন কিশোর-কিশোরীকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়। প্রসংগত উল্লেখ্য ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে কিশোর-

সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সহায়কবৃন্দ

কিশোরীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল এডোলেসেন্ট সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে সহায়ক আছে সে সহায়করা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তিন মাসব্যাপী এক সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। প্রশিক্ষণটি ১ মার্চ'০৭ ইং তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। সেলাই প্রশিক্ষণটি সহায়কদের প্রদান করার উদ্দেশ্য হলো- সহায়কদের নিজস্ব দক্ষতা বৃদ্ধির করা। সেলাই প্রশিক্ষণ চলাকালীন ও প্রশিক্ষণ শেষে সহায়কগণ কিশোর-কিশোরীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

ঘাসফুল আয়োজিত কিশোর-কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য প্রচারাভিযান কার্যক্রম

ফেব্রুয়ারী ২২, ২০০৭ ইং তারিখ কাট্টলী নুরুল হক চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় প্রঙ্গনে কিশোর-কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য প্রচারাভিযান কার্যক্রম বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা, ভিডিও ম্যাগাজিন প্রদর্শন ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উত্তর কাট্টলী মোস্তফা হাকিম মাতৃসদন হাসপাতালের ডাক্তার জনাব মিজানুর রহমান, কাট্টলী নুরুল হক চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ আজম, শিক্ষক সৈয়দ মামুনুল ইসলাম, একাডেমী ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের শিক্ষক মো: ওমর ফারুক, বিশ্ব ব্যাংক কলোনী জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডা: লুৎফর রহমান, কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি টুনটু দাশ বিজয়, বিসিসিপি এর সিনিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার মেহের আফরোজ এবং ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। এ অনুষ্ঠানের সূচনায় বিসিসিপি এর মেহের আফরোজ বলেন এই বয়সটা প্রত্যেকের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এ সময় একটা ভুলই জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। তিনি কিশোর কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রমের শ্লোগান **নিজেকে জানো, সাফল্য আনো** এর সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন আগে ছিলো নিজেকে জানো, আর এখন সাথে যোগ হলো সাফল্য আনো। এ জন্যই জানতে হবে, জানালেই সাফল্য আসবে। কিশোরীদের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন কাট্টলী নুরুল হক চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী রাবেয়া রহমান। রাবেয়া বলেন এই প্রশিক্ষণ আমাদের পূর্বের ভুল ধারণা গুলিকে পরিবর্তন করেছে। যা বর্তমানে আমার জীবনকে সুন্দর ভাবে বিকশিত হতে সহায়তা করছে। কিশোর প্রতিনিধি বিশ্ব ব্যাংক কলোনী জুনিয়ার হাই স্কুলের ছাত্র মো: নাঈমুদ্দিন বলেন এই বয়সের অন্যান্য সমস্যাবলীর সাথে সাথে বাল্য বিয়ে, বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন, মা বাবার সাথে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত প্রভৃতি জেনেছি, আগামীতেও এই ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন করার জন্য ঘাসফুলকে অনুরোধ করছি। এরপর কমিউনিটি প্রতিনিধি টুনটু দাশ বিজয়, শিক্ষক সৈয়দ মামুনুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ আজম বক্তব্য রাখেন।

কিশোর-কিশোরীদের সাথে আলোচনা করছেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্যসেবা ৩য় পৃষ্ঠার পর

আওতায় মোট ১৮৪৯ জন এই টিকা গ্রহণ করে। নারীর ১৫ বৎসর হলে টিটি-১ দিয়ে শুরু করে ক্রমাগত ২৮ দিন পর দ্বিতীয়টা, ৬ মাস পর তৃতীয়টা, ১ বৎসর পর চতুর্থটা এবং আরো এক বৎসর পর পঞ্চম বা শেষ টিকা দেওয়া হয়। এই টিকা গ্রহণকারী ও নবজাত শিশুকে ধনুষ্টংকর এর হাত থেকে রক্ষা করে। ১৫ হতে ৪৫ বছর বয়সী সকল নারীকে এই টিকা দেওয়া হয়। মোট ২৪০ টি স্থায়ী ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে নারী, পুরুষ ও শিশু সহ সর্বমোট ৮২৮৫ জন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে শিশু ১৩৪০ জন, সাধারণ রোগী ৩৫৭৩ জন। মোট ১০৪৯ জন মহিলাকে প্রসবপূর্ব স্বাস্থ্যসেবা ও ২২৮৩ জনকে প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। **নিরাপদ প্রসব সেবার** মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করে সুস্থ সবল নবজাতকের জন্য প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান করা হয়। এ সময় ৩০ জন ধাত্রী কমিউনিটির বিভিন্ন স্থানে গর্ভবতি মাকে সেবা দিয়ে মোট ১১৬৭ জন সুস্থ সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে। নবজাতক শিশুদের মধ্যে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে মোট ৫৬৩ জন এবং পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে মোট ৬০৪ জন। যাদের পরবর্তীতে ইপিআই কর্মসূচীর আওতায় এনে টিকা সমুহ প্রদান করা হয়। আবার মোট ৯৯৯৮ জন পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ করে। এ সেবা গ্রহীতার মধ্যে মহিলা ৭৭৭৪ জন এবং পুরুষ ২২৫৮ জন। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির মধ্যে ইনজেকশন, আই ইউ ডি, পিল ও কনডম কমিউনিটির মানুষদের সরবরাহ করা হয়। মূলত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে জোরদার করা এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতার সৃষ্টির লক্ষে এই কার্যক্রম সরকারের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আবার নরপ্লেন্ট ও লাইগেশন পদ্ধতির প্রয়োজন হলে এদের বাইরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফার করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা দুই ধরণের একটি প্রতিরোধমূলক, অন্যটি নিরাময়মূলক। প্রশিক্ষিত প্রায় অর্ধশতাধিক ধাত্রী (TBA), কমিউনিটি মবিলাইজার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার এর মাধ্যমে অসচেতন, নিরক্ষর ও দরিদ্র জনগোষ্টি বিশেষত নারীদের রোগ প্রতিরোধের জন্য সচেতন করা হয়, পাশাপাশি রোগ নিরাময়ের লক্ষ্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ঘাসফুল এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে তৃণমূল মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্র ঋণ মেলা ১ম পৃষ্ঠার পর

বাজার এখন আর ক্ষুদ্রঋণের উৎপাদিত পণ্যকে ধারণ করতে পারছে না। এখন ঢাকার বাজার এমনকি আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। তিনি আরো বলেন ব্যক্তিতে, কর্মকান্ডে ও জনসচেতনতার দিক দিয়ে ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। তিনি বলেন ক্ষুদ্রঋণ এখন আর দারিদ্র বিমোচনের উপায় নয়, বরং বড় ধরনের উৎপাদনের সঙ্গেও এটা জড়িত, ফলে এটাকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি দুটিই বলা যায়। জনগনের মাথা পিছু আয়ে হয়তো আমরা উন্নত দেশ গুলোর চেয়ে পিছিয়ে কিন্তু গ্রামীন স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ সামাজিক উন্নয়নের অনেক ক্ষেত্রেই এখন আমরা উন্নত দেশের চেয়ে এগিয়ে। এটা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা গুলির ক্ষুদ্রঋণের কারণেই সম্ভব হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। মেলা উদ্বোধন ঘোষনার পর ড. ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ সহ অন্যান্য অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল সহ পিকেএসএফ এর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ঘাসফুল এর স্টল পরিদর্শন করেন। অতিথিবৃন্দ ঘাসফুল স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী দেখে উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর প্রশংসা করেন। ঘাসফুল সহ মেলায় আগত ৮২ টি সংগঠনের ১৩১ টি স্টলের প্রতিটি স্টলেই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের আশাতিত বিক্রি হয়েছে। পণ্য বিক্রির অর্ডার এসেছে আরো প্রচুর। এ মেলা থেকে বেশ কয়েকটি সংস্থা ইটালী, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পণ্য সরবরাহের অর্ডার পেয়েছে। মেলার তৃতীয় দিন ৭ মার্চ এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড.ফখরুদ্দীন আহম্মদ। তিনি এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতায় বলেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বিকাশে ক্ষুদ্রঋণের ইতিবাচক অবদান আজ একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। তবে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দারিদ্রতাকে অন্যতম বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে পিকেএসএফ ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর জন্য কয়েকটি প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই অতিদরিদ্র, এরা সুদীর্ঘকাল ধরে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর আওতাবর্হিভূত থেকেছে, পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা গুলি এ প্রতিবন্ধকতা দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে ইতিমধ্যে ছয় লক্ষাধিক অতিদরিদ্রকে সংগঠিত করেছে, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর গরিষ্ঠ অংশকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর আওতায় আনার বহুমুখী প্রয়াস আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। শহরের ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও ভাসমান দরিদ্রদের পুর্নবাসনে উদ্যোগী হতে হবে। মঙ্গাপীড়িত অসহায় জনগোষ্ঠীর কথাও গুরুত্বের সাথে ভাবতে হবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ গুলি স্থায়ীত্বশীল হতে আধুনিক ডিজাইন ও প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করতে হবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যকে সাধারণের কাছে পরিচিত করানোর পাশাপাশি বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ মেলার আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রধান উপদেষ্টা তিনটি বিভাগের তিনটি শ্রেষ্ঠ সহযোগী সংস্থা নাটোরের এএলওডবিউ, শরীয়তপুরের এসডিএস ও যশোরের আরআরএফ'কে পিকেএসএফ শ্রেষ্ঠ সহযোগী সংস্থা-২০০৬ পুরস্কার প্রদান করেন। এছাড়া ড.ফখরুদ্দীন আহম্মদ দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসাবে ব্র্যাক চেয়ারপার্সন ফজলে হাসান আবেদকে সম্মাননা প্রদান করেন। ক্ষুদ্রঋণ মেলার চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস। ড. মুহাম্মদ ইউনুস তাঁর বক্তৃতায় বলেন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে প্রায় এক লাখ তরুণ-তরুণী জড়িত। প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটার মতো তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মিত টাকা পয়সা দেন, টাকা পয়সা সংগ্রহ করেন। এভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব সুশৃঙ্খল ভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা সম্পাদন করে যাচ্ছে। এসব বিষয় দুনিয়া চিন্তা করে দেখুক এতো শৃংঙ্খলা আর কোথায় আছে। তিনি আরো বলেন যে জাতির তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এত শৃংঙ্খলা বোধ আছে, সেই জাতির হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ক্ষুদ্রঋণ মেলার শেষ দিনে ড. মুহাম্মদ ইউনুস মেলায় অংশ নেওয়া সেরা ষ্টল ও ডিসপ্লে এর জন্য দুটি সংস্থাকে এবং সেরা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগী হিসেবে একটি সংগীত দলকে পুরস্কৃত করেন। একই সময় ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে সম্মান সূচক ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এক উৎসবমুখর পরিবেশে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে দিয়ে পিকেএসএফ আয়োজিত চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ঋণ মেলা- ২০০৭, ৮মার্চ শেষ হয়। এ মেলায় বিপুল সংখ্যক উৎসাহী জনগন অতি কাছ থেকে দেখেছে ক্ষুদ্র ঋণের অর্জন গুলি এবং এর বিস্তৃত ব্যাপকতা। দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম মডেল ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার এ সাফল্যে আমরা আশান্বিত, আমরা অন্দোলিত। এ ক্ষুদ্রঋণ মেলার মতো আরো কর্মসূচী চাই, চাই আরো কার্যকর পদক্ষেপ।

ঘাসফুল ষ্টল পরিদর্শনরত প্রধিকার চেয়ারপার্সন কাজী ফারুক আহমদ এবং ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে সম্মাননা প্রদান করছেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার প্রধানগণ

মেলায় প্রদর্শিত উদ্যোক্তাদের পণ্যসহ ঘাসফুল ষ্টল

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০০৭ ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী মিসেস গুলে নুর আফসার কুসুম। আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও এডুকেয়ার কেজি স্কুলের অধ্যক্ষ শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র নাইমুল হাসানের কেরাত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত এক আলোচনা সভায় ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপ-অধ্যক্ষ মিসেস হোমায়রা কবীর চৌধুরী। এ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ছাড়াও উপস্থিত অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। সম্মানিত অতিথি শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী মিসেস গুলে নুর আফসার কুসুম বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এ কৃতিত্বের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং আগামী প্রজন্মকে নিয়ে এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি পড়ালেখার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সকল ছাত্রছাত্রীকে উৎসাহ প্রদান করে বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও এডুকেয়ার কেজি স্কুলের অধ্যক্ষ শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বলেন এই ছাত্র-ছাত্রীরাই দেশের ভবিষ্যত, এদের কৃতিত্ব ও ভাল ফলাফল স্কুলের সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় মনোযোগী হওয়া, পরিচ্ছার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং নিয়মানুবর্তী হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি পড়ালেখার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করে বলেন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পুরস্কার বিতরণ শেষে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মিলিত ভাবে নাচ, গান, আবৃত্তি, ছড়াগান ইত্যাদি পরিবেশন করে।

প্রধান অতিথি ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান

শিশুদের মাদক *১ম পৃষ্ঠার পর*

এ সময় উপস্থিত অংশগ্রহনকারীদের মধ্য হতে মতামত প্রকাশ করেন মোস্তফা কামাল যাত্রা-নির্বাহী পরিচালক, উৎস, শ্রীমান বড়ুয়া-নির্বাহী পরিচালক, স্মরণ, সাবানা বানু-কাউন্সিলর, সিডব্লিউএফডি, আহসান হাবীব-প্রোগাম অফিসার, অপরাজয় বাংলাদেশ, জুবায়ের পারভেজ-জেনারেল সেক্রেটারী, BIRBA, এডভোকেট মাহাবুবুল ইসলাম, এডভোকেট ফেরদৌস আলম সেলিম-প্যানেল লইয়ের, ব্লাস্ট, সাংবাদিক লিটন আহসান-রিপোর্টার, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন দি ডেইলি লাইফ, দৈনিক পূর্বকোণ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক যায় যায় দিন, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ, চ্যানেল ওয়ান প্রভৃতি মিডিয়া সংস্থার প্রতিনিধি এবং ওয়াচ, ওডেব, ইপসা, মমতা, বরণী, যোগাযোগ, গ্রীন বাংলাদেশ, বর্ণালী, জেএসডিএস, আমরাহ, সংশপ্তক, সেপ বাংলাদেশ, সমতা প্রভৃতি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। এ সভার আলোচক **উত্তরা দেব চৌধুরী** বলেন-পুত্র ও কন্যা শিশুরা বয়:সন্ধিকালীন সময়ে বাবা মার কাছ থেকে মানসিক সহযোগিতা না পাওয়া, বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সাথে সম্পৃক্ততা মাদকাসক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। **জেসমিন সুলতানা পারু** বলেন, চট্টগ্রাম শহরের শিশুদের মাদক গ্রহণের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন কিংবা জরিপ এখনও কেউ করেনি। তিনি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান এবং তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা করারও আশ্বাস দেন। **খবির উদ্দিন আহমেদ** এ আয়োজনের জন্য ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন এই সমস্যা শুধু বাংলাদেশের নয় পৃথিবীর সব দেশেই আছে। বিভিন্ন কারণে শিশুরা মাদকের সাথে জড়িত হচ্ছে। নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান এই অবস্থা দমাতে বা বদলাতে পারবে না। তিনি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বলেন সকলকে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। **আফতাবুর রহমান জাফরী** বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আজকের এই উপস্থিতি দেখে আমার খুব ভালো লাগছে, আগামী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়তে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। মূলত সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমরা এ আয়োজন করেছি। ঢাকার জরিপ থেকে শিশুদের মাদক সেবনের যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রাম জেলায়ও এই আশংকা অমূলক নয় যে এখানকার শিশুরাও এ পরিস্থিতির মধ্যে বেড়ে উঠছে। তিনি সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের **সঞ্চালক ওমর কায়সার** পর্যালোচনা সভার সমাপ্তি টানতে গিয়ে বলেন, শিশুদের কথা ভেবে এ সভা করার জন্য আমি আয়োজকদের অভিনন্দন জানাই। আজ চট্টগ্রাম সহ সারা দেশের শিশুদের মাদক গ্রহণের বিভিন্ন কারণের মধ্যে মূলত আর্থ-সামাজিক অবস্থাই দায়ী। এ থেকে পরিত্রানের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন নতুবা সমগ্র জাতি হুমকির মধ্যে পতিত হবে। যে বয়সে শিশুরা ঠাকুরমার ঝুলি নিয়ে বসে থাকার কথা সে বয়সে আমাদের শিশুরা মাদক সেবন ও বহন করছে। এতে করে অন্যান্য শিশুদেরও প্রভাবিত হওয়ার আশংকা থেকে যায়। এই সভায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্যে এটাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি চট্টগ্রাম শহরে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে এর বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা দিবস *১ম পৃষ্ঠার পর*

ঘাসফুল এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একই সাথে পটিয়া উপজেলা প্রশাসন এর পক্ষ থেকে ২৬ মার্চ ২০০৭ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উপজেলা প্রাঙ্গনে মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লেতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শহীদুল আলম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পটিয়া, চট্টগ্রাম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধি ও ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। পটিয়া উপজেলায় পরিচালিত ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের ৫০ জন শিক্ষার্থী এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণ করে।

সবজি মেলা *৮ম পৃষ্ঠার পর*

দিনব্যাপী এই মেলায় বিপুল সংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম ঘটে। মেলায় আগত মহিলারা একে অপরের প্রদর্শিত শাক-সবজীর চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। কৃষি কর্মকর্তাগণ মেলায় ঘুরে ঘুরে স্থানীয় মহিলাদের কাছে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য, উৎপাদনের পদ্ধতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান এবং আরো বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেন। গ্রামীণ এই সব মহিলারা কিছু দিন আগেও শুধু মাত্র স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের স্বামীরাও আর্থিকভাবে খুব একটা স্বচ্ছল নয়, চাষাবাদের পর্যাপ্ত জমি নেই। এই ধরণের পরিবারের মহিলাদেকে তাদের বাড়ির আঙ্গিনায় যেই সব পতিত বা অনাবাদি ভিটে-বাড়ী আছে সেই সব জায়গায় বৈজ্ঞানিকভাবে শাক মবজী চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে ঘাসফুল "সবুজ প্রকল্প" নামে পটিয়া উপজেলার কেলিশহর ইউনিয়নের ৪টি গ্রামে ৮০ জন এবং হাটহাজারী উপজেলার ৪০ জন দরিদ্র মহিলাকে নিয়ে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের আওতায় এই সব মহিলাদেরকে বীজ, সার, চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ চাষাবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। বর্তমানে এই জনগোষ্ঠী তাদের উৎপাদিত শাক-সবজী দিয়ে তাদের পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত শাক সবজী বাজারে বিক্রি করছে। কিন্তু গ্রামীণ মহিলারা বিপনন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত না থাকায় তারা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক বাজার মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সবুজ প্রকল্প উপকারীভোগী মহিলাদেরকে সরাসরি বিপনণ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর সঠিক মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ নিয়ে মূলতঃ এই ব্যতিক্রমী মেলার আয়োজন করে।এই মেলার উল্লেখযোগ্য দিক হল মেলায় আগত সকল বিক্রেতাই মহিলা। ১৫ই মার্চ ভোর হতে না হতে ছোট ছোট সন্তানদের কোলে নিয়ে নিজেদের উৎপাদিত শাক সবজী নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় করতে থাকে । সারাদিন শাক সবজী বিক্রি শেষে এই সব নারীরা যখন বাড়ি ফিরছিল তখন তাদের চোখে-মুখে ছিল তৃপ্তির আলোকচ্ছটা।

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে সদস্যদের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে তার পরিবার যেন আর্থিক দুরবস্থার স্বীকার না হয় সেই জন্য ২০০৪ সাল হতে ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি চালু করা হয়। কোন ঋণী সদস্য ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে উক্ত সদস্যের ঋণের কিস্তি বীমা পলিসির আওতায় মাপ হয়ে যায় সেই সাথে তার জমাকৃত সঞ্চয় তার মনোনিত নমিনিকে প্রত্যাহার কি ছাড়া ফেরত দেওয়া হয়। গত ৪ ফেব্রুয়ারী মোগলটুলি এলাকার ৫৬ নং সমিতির ৬৬ নং সদস্য রাবেয়া খাতুন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। প্রসংগত উলেখ্য যে রাবেয়া খাতুন মৃত্যুর পূর্বে ভাড়া ঘর মেরামতের জন্য ৭০০০/-(সাত হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। কিন্তু দুভাগ্যবশতঃ পাঁচ কিস্তি পরিশোধের পর তার মৃত্যু হয়। ফলে বীমা কার্যক্রমের নিয়ম অনুসারে ১২ মার্চ মাদারবাড়ী শাখা -১ এর আওতায় শাখা ব্যবস্থাপক গোলাপ ফেরদৌস মরহুম রাবেয়া খাতুনের অপরিশোধিত ঋণের টাকা মওকুফ ও সঞ্চয় ৮৬০/- টাকা তার মনোনীত নমিনি স্বামী শফিক আহম্মেদকে প্রদান করেন। এসময় শাখার হিসাব রক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এই বীমা দাবী পরিশোধের মাধ্যমে একজন উপকারভোগী মৃত্যুর পর তার ঋণের দায় হতে মুক্ত হলেন।

শাখা ব্যবস্থাপক নমিনী সঠিক আহম্মদকে বীমা দাবী পরিশোধ করছেন

ঘাসফুল চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ সংবর্ধিত

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ চট্টগ্রাম লেখিকা সংঘের উদ্যোগে অমর ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম লেডিস ক্লাব মিলনায়তনে গুনীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শামসুন্নাহার রহমান পরাণ চেয়ারম্যান,ঘাসফুল এবং পাঠানটুলী খান সাহেব সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মর্জিনা আকতারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সংবর্ধনা সভায় শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বক্তব্য রাখছেন

বিশেষ অতিথি ছিলেন বেগম ফাহমিদা আমিন, সভানেত্রী, চট্টগ্রাম লেখিকা সংঘ, বেগম জিনাত আজম, সাধারণ সম্পাদিকা, চট্টগ্রাম লেখিকা সংঘ, অধ্যাক্ষা আনোয়ারা আলম, বেগম রুনু সিদ্দিকী, দিপালী ভট্টাচার্য্য, রাশেদ রউফ এবং সাখাওয়াত হোসেন মজনু। সংবর্ধনা সভায় শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর জীবনি পড়ে শোনান লেখিকা আলেয়া চৌধুরী ও মর্জিনা আক্তারের জীবনী পড়ে শোনান নিশীত আক্তার শিরীন।

ঘাসফুল এনএফপিই শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারী বই

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে গত ০১ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের তৃণমূল শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০০৭ সালের জন্য এনসিটিভি কর্তৃক প্রকাশিত বিনামূল্যে সরকারী বই ২২টি স্কুলের শিক্ষিকাগণ, শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে বিতরণ করা হয়। ঘাসফুল কদমতলী স্কুলে একজন শিক্ষিকা এক শিক্ষার্থীর হাতে এক সেট বই প্রদানের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বই বিতরণ শেষে তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদেরকে ভালভাবে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের উদ্দেশ্যে ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত স্কুল সমূহের মোট ৬৬০ জন শিক্ষার্থীর জন্য এ বছর ২য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর যথাক্রমে ৩০সেট, ১৮০ সেট ও ২৭০ সেট বই সংশ্লিষ্ট থানা শিক্ষা অফিস হতে গত জানুয়ারী মাসে সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য যে ২০০৩ সাল থেকে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে সরকারী বই পেয়ে আসছে।

শিশুদের মাঝে বই বিতরণ করছেন এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকা

কৃতি ছাত্রী উপমা

আফরা আনজুম হক উপমা ২০০৬ সনে ৮ম শ্রেণীতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে। উপমা ঈশ্বরদী ইক্ষু গবেষনা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার বাবা ঘাসফুল এর ভারপ্রাপ্ত এরিয়া ম্যানেজার মোঃ শামসুল হক ও মা মিসেস নাছিমা হক একজন স্কুল শিক্ষিকা।

স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রচারাভিযান প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান অতিথি ডাক্তার মিজানুর রহমান বলেন কিশোর কিশোরী বয়সে তারা না বড় না ছোট, না পারে বড়দের মত আচরণ করতে না পারে ছোটদের মত চলতে এই দ্বিমুখী ভাবনা তাদের জীবনে অনেক সময় সমস্যা ফেলে দেয়, এ সময় মা বাবার উচিত ছেলে মেয়েদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা। তিনি কিশোর কিশোরীদের নিয়ে এ কার্যক্রম চলমান রাখার আহবান জানান। আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন এ কার্যক্রম পরিচালনায় কমিউনিটির মানুষের প্রশংসনীয় অংশগ্রহণ ছিলো এবং জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণে এই এলাকার প্রায় ৬৫০ জন কিশোর কিশোরী অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণে তারা অনেক তথ্য পেয়েছে, যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য লাভে সহায়তা করবে। আপনাদের সবাইকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে কিশোর কিশোরী সম্পর্কিত ভিডিও ম্যাগাজিনের কিছু নাট্যাংশ পরিবেশিত হয়। কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন মেহের আফরোজ। প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে কমিউনিটির কিশোর কিশোরী ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পুরস্কার লাভ করে। প্রায় তিনশত অংশগ্রহণকারী নিয়ে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে শিক্ষক, অভিভাবক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং কমিউনিটির কিশোর কিশোরী অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে John Hopkins University এর কারিগরী সহায়তা ও USAID এর অর্থায়নে Bangladesh Center for Communication Programs (BCCP) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

সবুজ প্রকল্পের কার্যক্রম

সঞ্চয় ও হিসাব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ গত ২৪ ও ২৫ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। এতে পটিয়া উপজেলার সহকারী সমবায় কর্মকর্তা মোহাম্মদ সেলিম এবং হাটহাজারী সমবায় কর্মকর্তা বাবুল কান্তি বড়ুয়া প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ গত ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। এতে পটিয়া উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা মোস্তফা মোস্তাকুর রহিম খান পটিয়া উপজেলায় এবং হাটহাজারী উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা মোহাম্মদ মতিউর রহমান এই প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা গত ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। সবুজ প্রকল্পের উপকারভোগী নারী এবং তাদের স্বামীরা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

শাক সবজি উৎপাদন এবং বীজ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। সবুজ প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে শাক সবজি উৎপাদন এবং বীজ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ হাটহাজারী ও পটিয়া উপজেলায় সম্পন্ন হয়। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শামসুল হুদা, নাছির উদ্দিন এবং হাটহাজারী কৃষি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের ট্রেইনার শওকত হোসেন।

জাইকা প্রতিনিধির সবুজ প্রকল্প পরিদর্শন

ঘাসফুল বিগত মার্চ '০৬ হতে গ্রামীণ নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সহযোগিতায় পটিয়া এবং হাটহাজারী উপজেলায় সবুজ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গত ২৪ - ২৫ মার্চ জাইকা প্রতিনিধি দল ঘাসফুল এর সবুজ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) বাংলাদেশ এর ডেপুটি ডিরেক্টর মোহাম্মদ সাইদুল আবেফিন এবং কনসালটেন্ট ড. মোঃ সোলায়মান পটিয়া ও হাটহাজারিতে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে সবুজ প্রকল্পের উপকারভূগীদের সাথে প্রকল্প কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং মাঠ পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শন কালে ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী সহ প্রকল্পের সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সবুজ প্রকল্পের উপকারভূগীদের সাথে আলাপ করছেন পরিদর্শক দল

১৫ তম বিশেষ জাতীয় টিকা দিবসের ১ম রাউন্ড পালিত

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ঘাসফুল এর বাস্তবায়নে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় ১৫ তম বিশেষ জাতীয় টিকা দিবসের ১ম রাউন্ড গত ৩ মার্চ পালিত হয়। ঘাসফুল এর কর্মএলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭ টি কেন্দ্রের মোট ৩২২৩ জন শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়। উক্ত কার্যক্রমে সংস্থার সকল কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী এবং ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকাগণ সহায়তা করেন।

বর্ষ ৬
সংখ্যা ১
জানুয়ারী - মার্চ ২০০৭

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

পটিয়ার খিল্লা পাড়ায় মনোমুগ্ধকর সবজি মেলা

১৫ই মার্চ ২০০৭ পটিয়া উপজেলার কেলিশহর ইউনিয়নে খিল্লাপাড়ার গ্রামের একটি খালি মাঠে বসে মনোমুগ্ধকর এক সবজি মেলা। মেলার প্রদর্শনীতে স্থান পায় খিল্লাপাড়া গ্রামের মহিলাদের নিজেদের উৎপাদিত শাক সবজি। কুমড়ার শাক, লাউ, কুমড়া, ববরটি সীম, ফরাসী সীম, বরবটি ফরাসী সীমের বিচী, ব্রোকলী, মুলা, বেগুন, টমোটো, চিচিংগা, ঝিংগা, শসা, ক্যাপসিকেম ও পালং শাক সহ প্রায় ৩০ রকমের শাক সবজী। মেলায় প্রদর্শীত শাক সবজীর মধ্যে ফরাসী সীম, ফরাসী সীমের বিচী, সবুজ ব্রোকলীসহ বেশ কিছু শাক-সবজি মেলায় আগতদের নজর কাড়ে। এর মধ্যে ফুলকপির মতোই দেখতে সবুজ ব্রোকলী বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঘাসফুলের জাইকা প্রকল্প থেকে এই সব মহিলারা ব্রোকলীর বীজ পেয়েছে এবং চাষ প্রণালী শিখেছে। ব্রোকলীর রন্ধন প্রণালী অনেকটা ফুলকপির মত। জাইকা প্রকল্পের কর্মীরা নগরীর রেয়াজুদ্দিন বাজারসহ কিছু পাইকারী বাজারে ব্রোকলী বাজারজাত করার ব্যবস্থা করে। স্থানীয় জনগণ ব্রোকলীর চাষাবাদ প্রণালী ও রন্ধন প্রক্রিয়ার সাথে খুব একটা পরিচিত নয়। পটিয়া উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সবিতা দে, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব তরুণ কুমার চৌধুরী ও মোঃ আলীসহ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী।

সবজি মেলায় উৎপাদিত সবজির একাংশ এবং সবজি ক্রয় করছেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুলের উদ্যোগে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০০৭ পালিত

"নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনকারীদের আর ক্ষমা নেই" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৮ই মার্চ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে (জাইকা-বাংলাদেশের সহযোগীতায়) চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায়, উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা,পটিয়া। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোস্তফা মোস্তাকুর রহিম খান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জনাব আশীষ কুমার দাশ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আজীম শরীফ, উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আলী ও তরুণ কুমার চৌধুরী। সভায় প্রধান অতিথি মোঃ শহীদুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন নারী উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য নারী পুরুষ সকলকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের জন্য যেমন কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে তেমনি পারিবারিক ভাবে নারী-পুরুষ উভয়কে সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। তিনি আরো বলেন শুধু মাত্র আইন করে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা। সভায় বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্যে বলেন দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী নারী সমাজকে অবহেলিত ও অরক্ষিত রেখে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। আলোচনা সভায় ঘাসফুল জাইকা প্রকল্পের কয়েকজন উপকারভোগী তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে ঘাসফুলের এই প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বর্ণনা দেন। আলোচনা সভার শেষে সভার সভাপতি সভা সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শহীদুল ইসলাম বক্তব্য রাখছেন

উপদেষ্টামন্ডলী
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ আরিফ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার
আনজুমান বানু লিমা

নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল এর নির্বাহী কমিটির সভা গত ৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রেজিষ্ট্রার্ড কার্যালয় চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সনের প্রথম এই সভার সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরান। সভায় নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহ-সভাপতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোশারফ হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক মোঃ শহীদ উল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ শামীম আকতার রুবি, নির্বাহী সদস্য বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ, নির্বাহী সদস্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ড. মনজুরুল আমিন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। এ সভায় সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ, প্রকল্পের চলমান অবস্থা ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন : ৭১৪৫১৯, ২৫১০৩২৯
ওয়েবসাইট : www.ghashful.org, ই-মেইল : ghashful@spnetctg.com, ghashful@bdonline-ctg.com